দৈনিক সংবাদ

তারিখ .. 15 JUN 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খলতা

দিনাজপুর সরকারী কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতদের চরম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ছাত্র, শিক্ষক ও আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কারো ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে না। নকল ধরা এবং নকল করতে না দেয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে রূপ নেয়। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটসহ প্রায় ২৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। কলেজের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২০ লাখ টাকা বলে আন্দাজ করা হচ্ছে।

এই সংঘর্ষের ফলে দিনাজপুর কলেজে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেদিনের ডিগ্রী পরীক্ষা ভন্ডুল হয়ে যায়। কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র ও সশস্ত্র বহিরাগতের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য বিপুল সংখ্যক নিরাপরাধ পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। এর জের বহুদিন ধরে চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ডিগ্রী পরীক্ষায় ব্যাপকহারে নকল হওয়া নতুন কোন ঘটনা নয়। 'নকল করার দাবি' জানিয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও ইতিহাস আছে। অতএব দিনাজপুরের সংঘর্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পূর্বপ্রস্তুতির ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়। সময়মত কঠোর ব্যবস্থা নিলে হয়ত পরিস্থিতি ব্যাপক সংঘর্ষে রূপ নিত না।

ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের প্রায় সকলেই প্রাপ্তবয়স্কের পর্যায়ে পড়ে। তাদের কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ প্রত্যাশিত নয়। ছাত্র ও বহিরাগত মিলে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র রাজনীতি আজকাল মারমুখো করে তুলেছে। পরীক্ষা কক্ষেও এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের প্রতি অশালীন আচরণের দৃষ্টান্ত বেড়েই চলেছে। কিন্তু পরীক্ষার হলে অসাধু উপায় অবলম্বনে বাধা দেয়ায় বিক্ষুব্ধ হলে মূল্যবোধের আর কি অবশিষ্ট থাকে।

ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপকহারে নকল করার প্রবণতা আমাদের ডিগ্রী কলেজগুলোর শিক্ষা ও শিক্ষাদানের চরম দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। এমনও শোনা যায় যে, নকল করতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডিগ্রী কলেজগুলোর ছাত্রদের দল ভারী করা হয়। এ কাজে বাধা দিলেই 'অঙ্গীকার' ভঙ্গের জন্য ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এতই নিচে নেমে গেছে।

পরীক্ষার্থীদের এহেন আচরণে কোন ছাত্রই গর্ববোধ করবেন না। ছাত্র ও বহিরাগত মিলে যেখানে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার অবতারণা করেছে সেখানে তদন্ত বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আয়োজন শেষ পর্যন্ত কোথায় যেয়ে গড়াবে, তাও বলা মুস্কিল। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করাও সমস্যার কোন সমাধান নয়। তাতে নিরাপরাধ ছাত্রদের দুর্ভোগ আরো বাড়বে। সমস্যার মূলে যেয়ে প্রতিকারের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার কথা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করতে পারেন। তবে এই মুহূর্তে প্রয়োজন, স্থানীয় প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা। পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনকারীরা যেন ভবিষ্যতে মাথা তুলতে না পারে তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা করা উচিত। পরিতাপের বিষয় এই যে, পুলিশী ব্যবস্থা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পাহারার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে; শিক্ষকরা এ কাজটি করতে পারছেন না।

দিনাজপুর কলেজে পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সপক্ষে কোন অজুহাতই ধোপে টিকবে না। এই প্রসঙ্গে ছাত্রসমাজের প্রতি আমাদের আবেদন, অন্তত শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যাপারে তারা যেন সংযত আচরণ করেন, কর্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত কর্তৃত্ব মেনে নেন। তা না হলে আমাদের রোগাক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের ডিগ্রী ও সার্টিফিকেটের কানাকড়ি দামও থাকবে না।